দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

108

শিক্ষাঙ্গন

সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার সমস্যা

"শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড"— এই বহু পুরাতন বাক্যটির অর্থ আজও আমাদের সামনে তুলে ধরতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষার যথার্থ গুরুত্ব আজও আমাদের দেশের ৭৬% ভাগ লোক বুঝতে অক্ষম।

যতই আমরা শিক্ষা সপ্তাহ পালন করি, সভা-সমিতি-সেমিনারে চিৎকার করি, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের লক্ষ্যে সপ্তায় সপ্তায় আলোচনাসভা আহ্বান করি তা কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির শিক্ষার ঝুলিতেই বন্দী রয়ে গেছে। যথার্থ শিক্ষার প্রসার বলতে আমরা যা বুঝি অর্থাৎ "বাস্তবমুখী শিক্ষার উন্নয়ন" তা আমাদের দেশে আদৌ হয়নি।

আমাদের জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ আজও শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। এরা আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের অংশীদার হতে পারছে না। নানা দিক থেকে আমাদের পিছিয়ে থাকার এটাই অন্যতম এবং প্রধান কারণ।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য সচেতন এবং সুশিক্ষিত নাগরিকের প্রয়োজন। শিক্ষা প্রসারের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে কখনই আমরা স্বাবলম্বী জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না। ক্রমশঃ বিদেশী ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে পরাশক্তির দাস হয়ে বেঁচে থাকতে হবে আমাদের। ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য আমাদের ৩০ লাখ প্রাণ ঝরে যায়নি। আমাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের যথার্থ মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে আমরা শিক্ষাবিহীন একটি অসাড় ও নিষ্ক্রিয় জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে চাই না।

আমাদের দেশের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় বৃটিশ শাসনের মাঝামাঝি সময়ে। পাকিস্তানী আমলে অবশ্য এ শিক্ষার কাঠামোপদ্ধতি এবং পাঠ্যসূচীতে কিছু পরিবর্তন করা হয় বটে। আর স্বাধীনতা লাভের পর প্রাথমিকভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হলেও আমাদের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থায় কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। আমাদের সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রয়োজনীয়তা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যম নিতান্তই অপ্রতুল।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা একজন শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনে জীবিকা নির্বাহের জন্য পেশা অবলম্বনের উপযোগী করে তোলে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে দক্ষ পেশাদার জনশক্তি গড়ে তুলতে না পারলে দেশের কৃষি উৎপাদন এবং শিল্প সম্প্রসারণ ব্যাহত হবে। অথচ বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রচার ও প্রসার তেমন হচ্ছে না। অর্থনীতির পুনর্গঠনে বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং দেশের কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রের উন্নতি সাধন মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার ব্যয় রোধ এবং অর্থনীতিকে বাস্তবভিত্তিক কাঠামো দান করতে হলে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

বাংলাদেশের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে গণশিক্ষার গুরুত্ব সর্বাধিক। গণশিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারছে না। ফলে, এ ক্ষেত্রে প্রচারের বর্তমান কার্যক্রমকে পরিবর্তন করতে হবে। জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে সময়পোযোগী এবং বাস্তবমুখী গণশিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিরক্ষর লোকের মাঝে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে হবে। নতুবা সমষ্টিগত এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবো আমরা। আমাদের জনসংখ্যার এক বিরাট পরিমাণ অংশ যদি নিরক্ষর থেকে যায় তা হলে জাতি হিসেবে অজ্ঞানতার অন্ধকারে পড়ে থাকবো আমরা। আমাদের স্বাধীনতার অর্থ হবে ভূলুণ্ঠিত। সুতরাং নিরক্ষরতা সমস্যার (নারী শিক্ষা, গণশিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা) সমাধান ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে করতে হবে।

শিক্ষাই সম্পদ। শিক্ষা ছাড়া কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। কাজেই বিশ্বের বুকে একটি স্বনির্ভর জাতি হিসাবে স্বীকৃতি পেতে হলে আমাদের নিরক্ষরদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে হবে। বর্তমানে "নিরক্ষরতা" আমাদের দেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কিন্তু প্রতিটি সমস্যার যেমন সমাধান আছে নিরক্ষরতা সমস্যাও তার ব্যতিক্রম কিছু নয়। সুতরাং আমাদের নিরক্ষরতা সমস্যা সমাধানে তৎপর হতে হবে। নতুবা আমাদের উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হবে এবং ক্রমশঃ আমরা নিস্তেজ জাতিতে পরিণত হবো।

—ফারহানা ইসলাম জয়া